বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
পরিধারন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের ০৬-০৮-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৫ তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ঢাকার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন মহাবিভাগ এর মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সভাপতিত্বে তার অফিস কক্ষে বিগত ০৬-০৮-২০১৯ তারিখ বিকাল ০৩.০০টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন (আইসিসি) এর মনিটরিং ইউনিট, পরিপালন ইউনিট, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দল (আইসিটি) এর ৩৫তম মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আইসিসি এর সকল ইউনিট এর নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ইউনিট পদবী
০১।	মিসেস লুৎফুন নাহার নাজ,উপমহাব্যবস্থাপক পরিধারন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।	সভাপতি মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
০২।	জনাব শেখ ফার**ক আহমেদ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক নিরীক্ষা বিভাগ,বিকেবি,প্রকা, ঢাকা ।	নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট
০৩।	জনাব এ.এইচ.এম. মাহবুবুল বাসেত ভূঞা (উপমহাব্যবস্থাপক এরদায়িত্বে)পরিপালন বিভাগ ,বিকেবি,প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট
০৪।	জনাব সাহা শংকর প্রসাদ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক আইসিটি অপারেশন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
০৫।	জনাব এস এম সোহেল রানা, মুখ্য কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ, বিকেবি,প্রকা,ঢাকা।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৬।	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান,মুখ্য কর্মকর্তা নিরীক্ষা বিভাগ, বিকেবি,প্রকা,ঢাকা।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৭।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, মুখ্য কর্মকর্তা আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৮।	কে এম হাসানুজ্জামান , কর্মকর্তা পরিপালন বিভাগ ,বিকেবি,প্রকা,ঢাকা ।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৯।	জনাব মোহাঃ তাওহীদুল ইসলাম , মুখ্য কর্মকর্তা পরিধারন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য সচিব,অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট

০২।সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।বিগত ২৭-০৬-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪ তম সভার কার্যবিবরণীর উপর গৃহীত সিদ্ধান্ত বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয় এবং সভায় বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন বিকেবি, প্রধান কার্যালয় ঢাকার পরিধারন বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীমের সদস্য সচিব জনাব মোহাঃ তাওহীদুল ইসলাম। অতঃপর বিবিধ আলোচ্যসূচী নিয়ে পরিধারন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মিসেস লুৎফুন নাহার নাজ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক)আইসিটি অপারেশন বিভাগ হতে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী ৫০ টি শাখার ৪১ প্রদেয় ও ১৩১ আদায়যোগ্য খাতের অসমন্বিত টাকা সমন্বয়ের জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক শাখা ব্যবস্থাপকদের ব্যাখ্যা তলব করা হয় । ৫০ টি শাখা হতে উল্লেখিত ব্যাখ্যার জবাব পাওয়া গেছে। এছাড়া ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ০২/০১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪০২ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংকের সাসপেন্স একাউন্টের অসমন্বিত এন্ট্রিসমূহের খাতওয়ারী স্থিতি/সুসমকরনসহ স্থিতি সমন্বয়য়ের রিপোর্ট প্রদান করার কথা থাকলেও হিসাব বিভাগ ২৫/০৭/২০১৯ তারিখে ৭৬ নং পত্রের মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রধান কার্যালয়ের বিবরণী পরিধারন বিভাগে প্রেরণ করা হয়।প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো উল্লেখ করা হয় -

১। ৩০/০৬/২০১৯ তারিখ ভিত্তিক প্রধান কার্যালয়ের আদায় যোগ্য খাতের ২৫ টি উপ খাতের অধীনে ৬৭১ টি এন্ট্রির বিপরীতে সর্বমোট স্থিতির পরিমাণ ১০০৮.৯৮ কোটি টাকা।

২। আদায়যোগ্য খাতসহ অন্যান্য সম্পদ খাতে ৩০/০৬/২০১৮ তারিখ ভিত্তিক বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি অনুযায়ী রক্ষিত প্রভিশনের পরিমাণ ৫৭০ কোটি টাকা।

৩।১৩১/৭ খাতে ১টি ক্রেডিট এন্ট্রির বিপরীতে পরিমাণ ১৭,৪২৩.০৮ টাকা ।

৪। ১৩১/৭ খাতে ৬৩ টি ক্রেডিট এন্ট্রির বিপরীতে পরিমাণ ২০,৫৭,২৪২.৭৩ টাকা।

৫। মোট ৬৪টি ক্রেডিট এন্ট্রির পরিমাণ ২০,৭৪,৬৬৫.৮১ টাকা।

৬। আদায় যোগ্য খাতের অধীনে সর্বমোট স্থিতির পরিমাণ ১০০৯.১৯ কোটি টাকা ।

০৭। সুদ মউকুফ সংক্রান্ত ২৬টি উপ খাতের অধীনে সর্বমোট স্থিতির পরিমাণ ৫১১.০৪ কোটি টাকা ।

এ বিষয়ে আলোচনা শেষে বিকেবি প্রধান কার্যালয় সহ ০৯ টি বিভাগীয় কার্যালয়ের ব্যাংকের সাসপেন্স একাউন্টের অসমন্বিত এন্ট্রিসমূহের খাতওয়ারী স্থিতি/সুসমকরনসহ স্থিতি সমন্বয়য়ের রিপোর্ট প্রদানের পরিবর্তে কেন শুধুমাত্র প্রধান কার্যালয়ের অসমন্বিত বিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে তার ব্যাখ্যাসহ উল্লেখিত এন্ট্রি সমূহের বিস্তারিত বিবরণী প্রদানের বিষয়ে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
(কার্যকরণঃ কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ, শাখা-১)

খ) বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর অনলাইন শাখার সংখ্যা ৪৯২ টি আর অফলাইন লাইভ শাখার সংখ্যা ৩৪৯ টি । কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ এবং আশঙ্কা জনক বিষয় হচ্ছে এ সকল শাখা গুলো অডিট করার ক্ষেত্রে কোন আইটি দক্ষ কর্মকর্তা আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দলে অন্তর্ভুক্ত নেই। জরুরী ভাবে নিরীক্ষা দলে আইটি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ-১ ,নিরীক্ষা বিভাগ ও আইসিটি সিস্টেম বিভাগ কে ০৩/০৭/২০১৯ তারিখে ১১(০৩) নং পত্র প্রেরণ করা হয়।কিন্তু উক্ত পত্রের জবাব কোন বিভাগ হতে অদ্যবধি প্রেরণ করে নাই।এমতাবস্থায় উল্লেখিত বিভাগগুলো অগ্রগতি/গৃহীত ব্যবস্থা জানতে চেয়ে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
(কার্যকরণঃপরিধারন বিভাগ)

গ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দলের বর্তমান সভাপতি জনাব মোঃ আমিনুর রহমান (উঃ মুঃ কঃ) ৩১/০৭/২০১৯ তারিখে অবসরে চলে গেছেন এবং পরিধারন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মিসেস লুৎফুন নাহার নাজ আগামী ০২/০৯/২০১৯ তারিখে অবসরে যাবেন। প্রয়োজনের গুরুত্ব বিচার করে অতি দ্রুত একজন সহকারী মহাব্যবস্থাপক পোস্টিং দেয়ার জন্য এইচ আর এম ডি -১ কে বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি নথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বরাবরে সদয় অবগতি ও কার্যকর নির্দেশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তী আকস্মিক পরিদর্শন মিসেস লুৎফুন নাহার নাজ, উপমহাব্যবস্থাপক কে সভাপতি করে আগস্ট/২০১৯ তারিখের মধ্যে ফরিদপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতায় ০২ টি শাখা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দল/ পরিধারন বিভাগ)

ঘ) মনিটরিং বিভাগের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দল কর্তৃক পরিদর্শন কালীন সময়ে দেখা গেছে অধিকাংশ শাখায় ভোল্ট লিমিট প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ কে ০৩/০৭/২০১৯ তারিখে ১৪(০১) নং পত্র প্রেরণ করা হয়। শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ ১৪/০৭/২০১৯ তারিখে ৬৬ নং পত্রের মাধ্যমে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করে সকল মহাব্যবস্থাপকদের পত্র প্রেরণ করেন। " বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণ হিসাব ও জেনারেল ব্যাংকিং ম্যানুয়েল -২০১০ এর ৬.০১ থেকে ৬.০৮ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা সহ শাখা কর্তৃক বৈদেশিক রেমিট্যান্স এর মূল্য পরিশোধের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে Time Deposit+ Demand Deposit হিসাবায়ন করে বিদ্যমান অন্যান্য নিয়ম যথাযথ ভাবে অনুসরণ পূর্বক শাখার নগদ তহবিল ধারণ সীমা পুনঃ নির্ধারনের বিষয়ে শাখা সমূহকে ত্বরিত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করা হোল ।"
ভোল্ট লিমিটের প্রস্তাব সহজীকরন করার বিষয়ে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ কে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
(কার্যকরণঃশাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ)

ঙ) ব্যাংকের ভৌত সম্পদ এর ব্যবহার নিশ্চিত করন মনিটরিং বিভাগের কাজ । দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ অফিস শেষে যার যার ডেস্কের ফ্যান/ লাইট বন্ধ নাকরেই অফিস ত্যাগ করেন। এতে করে যেমন বিদ্যুৎ এর অপচয় হয় তেমন ই বিনা প্রয়োজনে অযথা বাড়তি বিদ্যুৎ বিলের টাকা ব্যাংক কে বহন করতে হয়। এ বিষয়ে একটা সাধারণ নির্দেশনা জারী করার জন্য প্রকিউরম্যান্ট ও কর্মী কল্যাণ বিভাগ কে ২৭/০৬/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৩/০৭/২০১৯ তারিখে ১৫(০১) নং পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উক্ত পত্রের জবাব অদ্যাবধি পরিধারন বিভাগে প্রেরণ করে নাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বিকেবি প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগীয় প্রধানদের পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ)

চ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় আসবাবপত্র ভাঙ্গাচোরা ও শাখার পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন ।যার ফলে গ্রাহককে শাখার পরিবেশের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট দেখা যায়। এসব ভাঙ্গাচোরা আসবাবপত্র মেরামত করলে সুন্দরভাবে শাখা পরিচালনা করা সম্ভব অথবা উক্ত ভাঙ্গাচোরা/ পুরনো ব্যবহার অযোগ্য আসবাবপত্র বিক্রি করার মাধ্যমে শাখা সমূহের পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব।এ ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করার জন্য প্রকিউরম্যান্ট ও কর্মীকল্যাণ পরিবহন বিভাগকে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃপ্রকিউরম্যান্ট ও কর্মীকল্যাণ পরিবহন বিভাগ)

ছ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন এর মাসিক যৌথ সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত থাকলেও আইসিসির সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ হতে কোন লিখিত আলোচ্যসূচী দেয়া হয় না। এ বিষয়ে বারংবার সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কে বলা সত্ত্বেও আলোচ্য সূচী পাওয়া যায় না।এছাড়া আইসিসির মাসিক যৌথ সভার সিদ্ধান্ত জানিয়ে কার্যকরণ বিভাগ সমূহকে পত্র লেখা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু কিছু বিভাগ এই পত্রের প্রেক্ষিতে কোন জবাব সঠিক সময়ে পরিধারন বিভাগে প্রেরণ করে না। আইসিসির সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কে লিখিত আলোচ্যসূচী দেয়ার বিষয়ে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ)

জ) বিকেবি প্রধান কার্যালয়ের ৮ম ও ৯ম দুটি তলার মধ্যবর্তী প্রায় ৫০০০ বর্গফুটের মত জায়গা দীর্ঘ দিন খালি, পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।সেখানে বিভিন্ন অকেজো , অব্যবহার যোগ্য ভাঙ্গাচোরা ফার্নিচার , আলমারি ও বিবিধ পুরনো নথিপত্র ডাম্পিং করে রাখা আছে।এ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের ২৯/১১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৪ তম এবং ২০/১২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৫ তম মাসিক যৌথ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এস্টেড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, প্রকিউরম্যান্ট বিভাগ, এবং সভাপতি আবাসন ও পুনর্বিন্যাস কমিটিকে ২৩/০১/২০১৮ তারিখে ৭৭৭(২) নং পত্র ১২/০৩/২০১৮ তারিখে ৯৪৪(৩) নং পত্র,১৮/০৪/১৮ তারিখে ১০৪৬(৪) নং পত্র প্রেরণ করা হয়।কিন্তু বিষয়টির কোন সুরাহ এখন পর্যন্ত হয় নাই এবং উল্লেখিত বিভাগ হতে অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন গৃহীত ব্যবস্থা অত্র বিভাগ কে জানানো হয়নি যা অত্যন্ত দুঃখজনক । এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রকিউরম্যান্ট ও কর্মীকল্যাণ পরিবহন বিভাগ কে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃএস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রকিউরম্যান্ট ও কর্মীকল্যাণ পরিবহন বিভাগ)

ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ম্যানুয়েলের সাথে Risk Based Auditing system গাইডলাইন একিভুত করা হলেও বিকেবিতে শাখা/ কার্যালয় নিরীক্ষা কালে Risk Based Auditing system অদ্যবধী চালু হয়নি। শাখা/ কার্যালয় নিরীক্ষা কালে Risk Based Auditing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিরীক্ষা বিভাগকে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ নিরীক্ষা বিভাগ)

ঞ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রদান করে।হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট -২ এর ০১/০৪/২০১৮ তারিখের প্রশাসন পরিপত্র নং-০৪/২০১৮ এর প্রশাসন পরিপত্র ২১/২০১৬ এর ২(গ) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে- "একজন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বর্তমান মুল বেতনের সাথে তার চাকুরীর মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি যোগ করে মুল বেতন যত টাকায় দাঁড়ায় তার উপর ভিত্তি করে পেনশন আনুতোষিক / গ্রাচুইটি নির্ধারণ করতে হবে এবং ভবিষ্য তহবিলের বর্তমান স্থিতির সাথে জমাতব্য টাকা ও তার সুদ যোগ করে চাকুরীর মেয়াদপূর্তি সময়ের আনুমানিক স্থিতির সমন্বয়ে একজন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সর্বোচ্চ অগ্রিম সীমা(এম সি এল) নির্ধারণ করতে হবে।"
কিন্তু দেখা যাচ্ছে একজন কর্মকর্তা/ কর্মচারী যখন পি আর এল এ গমন করে তখন তার ব্যাংকের কাছে যে পরিমান টাকা পাওনা থাকে ব্যাংক উক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নিকট তার পাওনা টাকার চেয়ে বেশি টাকা পেয়ে থাকে। যার ফলে পেনশনের হিসাব সমন্বয় করতে জটিলতার সৃষ্টি হয়।এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে এইচ আর এম ডি-১ কে ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির মিটিং এ পেশার উপস্থাপনা করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ এইচ আর এম ডি-১)

ট) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মোট জনবল ৮৪০০ জন থাকা সত্বেও পি এফ হিসাব সচল ছিল ১৬৪০৯ টি।এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা-২) কে ৩৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পত্র প্রেরণ করা হয় । উক্ত পত্রের জবাবে কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা-২) ৩১/০৭/২০১৯ তারিখের ৩৫৭ নং পত্রের মাধ্যমে পরিধারন বিভাগকে জানিয়েছেন " এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসাব সমূহ অধিকতর সঠিকটা নিরূপণে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সক্রিয়তায় ৩০ জুন/২০১৯ পর্যন্ত ভবিস্য তহবিলে স্থিতি আছে এমন হিসাব সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৯৮১ টি । ০৬/০৮/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত আইসিসির ৩৫ তম সভায় বিশেষ নিরীক্ষা কমিটির সদস্য জনাব শেখ ফারুক আহমেদ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মৌখিক ভাবে জানিয়েছেন ভবিস্য তহবিলে স্থিতি আছে এমন হিসাব সংখ্যা ৯০০০টি। বিপুল সংখ্যক হিসাব সমন্বয় হওয়ার কারনে সভা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ কে হিসাবের গরমিল দুরকরনের বিষয়ে তৎপরতা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ঠ)ত্রৈমাসিক অপারেশন রিপোর্ট (quaterly Operation Report) পূর্বের ১৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে ২৪ অনুচ্ছেদে পরিবর্তিত ফরমেট অনুযায়ী প্রেরণ করার জন্য স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় সহ সকল কর্পোরেট শাখা ও মুখ্য আঞ্চলিক / আঞ্চলিক কার্যালয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ ব্যপারে ৩৪ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত জানিয়ে সকল শাখাগুলোতে মনিটরিং জোরদার করার জন্য এবং মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্বাক্ষরিত পত্র নং ২৩(৭২) তারিখ ০৪/০৭/২০১৯ মোতাবেক সকল মুখ্য আঞ্চলিক,আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক,বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ড) Self Assessment of Anti Fraud Internal Controls প্রতিবেদন টি ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ সাইট সুপারভিশন বিভাগে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। শাখা সমূহ হতে সঠিক ভাবে প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের সতর্ক করে ০৪/০৭/২০১৯ তারিখে ২৪(৫৮) নং পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রমের ব্যত্যয় হলে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ঢ) অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়েল /২০১৮ এ নির্দেশিত ১ম খণ্ড প্রতিবেদন দ্রুত সময়সীমার মধ্যে বিকেবি প্রধান কার্যালয়ের পরিপালন বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়েলে বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথ পরিপালন করার নির্দেশনা প্রদানের অণুরোধ জানিয়ে নিরীক্ষা বিভাগকে ০৩/০৭/২০১৯ তারিখে ১০(০১) নং পত্র প্রেরণ করা হয়। নিরীক্ষা বিভাগ ২৮/০৭/২০১৯ তারিখের ২৩৭(৬৬) নং পত্রের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা ও সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের পত্র প্রেরণ করেন এবং পত্রে উল্লেখ করেন-"অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়েল /২০১৮ এ নির্দেশিত ১ম খণ্ড প্রতিবেদন দ্রুত সময়সীমার মধ্যে বিকেবি প্রধান কার্যালয়ের পরিপালন বিভাগে প্রেরণের পরামর্শ দেয়া হোল । অন্যথায় বিলম্বে প্রেরণের কারনে সৃষ্ট জটিলতার দায় সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে"।

ণ) আর্থিক জালজালিয়াতি , অর্থ আত্মসাৎ ও তহবিল তছরুপ বা শাখা হতে অবৈধ / অনিয়মিত ভাবে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন বা স্থানান্তর রোধ / হ্রাস করার জন্য শাখা ব্যবস্থাপক / ২য় কর্মকর্তার প্রতিদিনের নির্দেশনা বলি পরিপালন অপরিহার্য ।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর ২৭/০৬/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ কে ০৭/০৭/২০১৯ তারিখে ১২(০১) নং পত্র প্রেরণ করা হয়। শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ১৪/০৭/২০১৯ তারিখের ৯৬ নং পত্রের মাধ্যমে সকল মুখ্য আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের পত্র প্রেরণ করেন এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ আজিজুল বারী)
মহাব্যবস্থাপক
অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন মহাবিভাগ
বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

নং/প্রকা/অনিবিঃপ্রশা-৪৪/২০১৯-২০২০/৭৮ তারিখঃ০৭-০৮-২০১৯খ্রীঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১. চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
০২. স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়-১/২, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা ।
০৩. স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪. উপমহাব্যবস্থাপক, পরিপালন বিভাগ/ নিরীক্ষা বিভাগ-(সভাপতি, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট, আইসিসি)/ আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৫. সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা / মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬. সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক / আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭. সকল সদস্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন টিম(আইসিটি), পরিধারন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৮. নথি/মহানথি

(লুৎফুন নাহার নাজ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
পরিধারন বিভাগ এবং সভাপতি
মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।